মেয়েরা সাবধান!

এদের ধরিয়ে দিন

উপরের দু'জন পিন্টু ও সুমন। কতগুলো সিডি তারা বাজারে ছেড়েছে। সিডিগুলো এখন ঢাকার বাইরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং বিদেশেও পাওয়া যাচ্ছে। লুকিয়ে রাখা ভিডিও ক্যামেরাতে তারা ধারণ করেছে দৈহিক মিলনের দৃশ্য। তাদের এই ঘৃণ্য অপকর্ম সবাইকে হতবাক করেছে। অথচ তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি... অনুসন্ধানী রিপোর্ট করেছেন **ফরিদ আহমেদ**

"... ১৯৯৬ থেকে বিদেশে থাকার জন্য আমরা এ ব্যাপারে সফলতা অর্জন করতে পারিনি। ছবির নায়িকাকে আপনারা অনেকেই চেনেন। সে ... নামে পরিচিত। সে দীর্ঘদিন যাবৎ ... হিসেবে ছিল। এরপরে ... জয়েন করেছে। আমরা সবাই সাসপেক্ট করতাম she is a … but, no one can proof. But finally from Europe to America sattle in Dhaka, he finally find out the whole thing.

: স্টার্ট

: পস্

: সুমন সাউন্ড কমায়ে দে।

: অ্যা, তা পিন্টু ভাই, আপনি কিভাবে চাচ্ছেন অ্যা আমি তাকে ...।

: তুই তো ওকে দুইবার করছিস। what do you think, she is a …lady or …whore?"

উপরের কথাগুলো কোন অশ্লীল বইয়ের অংশ নয়। একটি ভিডিও সিডির শুরুতে এই কথোপকথনগুলো পাওয়া গেছে। বিষয়টি যেন কিছুই নয়। একটি ঘর। ঘরে বিছানা রয়েছে। জানালার সঙ্গে রয়েছে এসি। পাশে দরজা। কথোপকথন শেষে স্ক্রিনে কিছুক্ষণ ঝিরঝির। এরও কিছুক্ষণ পর ঘটনার মূল চরিত্র ঘরে এলেন যার নাম সুমন। ক্যামেরাটা ঠিকঠাক মতো চলছে কি না পরীক্ষা করে পায়চারি শুরু করলেন।

এর কিছুক্ষণ পরই দেখা গেলো সুমন একটি মেয়ের সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত হচ্ছে। মেয়েটির অজান্তেই লুকিয়ে রাখা ভিডিও ক্যামেরাতে রেকর্ড করা হয় ঘটনাটি। এভাবে ছেলেটি বেশ কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত হয়। প্রতিটি ঘটনাই ভিডিও সিডিতে আলাদা আলাদা করে বাজারে ছাড়া হয়েছে। এগুলোর কোনো কোনোটি দিয়ে একটি ফ্রি ওয়েবসাইটেও স্টিল ছবি ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এই গোপন ভিডিওগুলো আস্তে আস্তে বিভিন্ন জনে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিও শুধু রাজধানী ঢাকা নয়, ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশের গন্ডি ডিঙিয়ে বিদেশেও। 'সুমনের সিডি' নামেই ভিডিও দোকানদাররা তার সিডিগুলোকে সম্বোধন করছে।

নিজেদের দৈহিক সম্পর্ক গোপনে ভিডিওতে ধারণ এবং তারপর বাজারে ছড়িয়ে গিয়ে ব্যাপক সাড়া জাগানোর ঘটনা এটাই প্রথম। এক সময় মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করতে স্টিল ফটো তোলা হতো এবং ঐসব ন্যুড ছবি বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়তো। আর এসব কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে মহিলারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু ফটোগ্রাফার কিংবা ছবিটির প্রচারকারীরা সব সময়ই থেকে গেছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। পুলিশের পক্ষ থেকে যেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, তেমনি ফটোগ্রাফার ও ছবি প্রচারকারীরা লাভবান হয়েছেন আর্থিকভাবে। এখন সুমনের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা।

ক্যামেরার সামনে পিন্টু ও সুমন তাদের পরিকল্পনার কথা জানাচ্ছে

সুমনের সিডির বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) পুলিশ। এ প্রসঙ্গে ডিসি ডিবি এসএসএম মিজানুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এখন পর্যন্ত সুমন কিংবা পিন্টু কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। কারণ সুমন বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছে আর পিন্টুর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। একজন ধরা পড়লে হয়তো কিছু ক্লু পাওয়া যেতো। তাছাড়া একটি সিডিও আমরা পাইনি।' বিষয়টি তদন্ত করছেন ডিবি ইন্সপেক্টর ওয়াহিদুজ্জামান। তার সঙ্গে আলাপকালে তিনি ২০০০-এর এই প্রতিবেদকের কাছে অন্তত একটি সিডি এবং ভিকটিমদের ঠিকানা জানতে চান তদন্তের জন্য। তিনি বলেন, 'আমরা একটি উড়ো চিঠির ভিত্তিতে তদন্ত করছি। সুমনের পিতা মোশতাক আহমেদ সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগ হলে তিনি ডিবির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান। কিন্তু পরে তিনি আর যোগাযোগ করেননি।' এরপরে ডিবি মোশতাক আহমেদের সাথে যোগাযোগের আর চেষ্টা করেছে কী না জানতে চাইলে ডিবি ইন্সপেক্টর স্বভাবসুলভ ব্যস্ততার দোহাই দেন।

সুমনের সন্ধানে

ডিবির না পাওয়া এই সিডিগুলো কম্পিউটার আর ভিসিডির সহজপ্রাপ্যতার জন্য চলে গেছে ঘরে ঘরে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া, বেকার তরুণ এমনকি অনেক মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধদের আড্ডায় রমরমা আলোচ্য বিষয় হয়ে যায় 'সুমন' ও তার সিডি। এমনই এক আড্ডায় ইস্যুটির খোঁজ পেয়ে

টিভিতে ভিডিও ক্যামেরা এডজাস্ট করছে সুমন

আমরা সুমনের খোঁজে নেমে যাই। আড্ডার মহলে আলোচিত কথা আর সিডিতে সুমন ও পিন্টুর কথোপকথন অনেক সূত্র মিলিয়ে দেয়।

ভিসিডিগুলোর খোঁজে যখন বিভিন্ন সূত্র ধরে এগিয়ে যাচ্ছি তখন বিভিন্ন সিডির দোকানে সুমনের ঐ সিডি মাত্র ১ ঘন্টার জন্য ৩০০ টাকায় ভাড়া যেতে দেখা গেছে।

ঢাকা স্টেডিয়ামের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভিসিডি ব্যবসায়ী সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ভালো ছবির পাশাপাশি পর্ণো ছবির ভিসিডি'র ব্যবসা শতকরা ৬০ জন ব্যবসায়ীর আয়ের উৎস। আমেরিকা, ব্রিটিশ, হংকং থেকে আশা এশীয় পর্ণো ছবির পাশাপাশি ইন্ডিয়ান পর্ণো থ্রি-এক্স ছবির চাহিদা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি।' তিনি জানালেন, 'এ বিষয়টি আসলে অনেকটাই মানসিক। আমেরিকান থ্রি-এক্সগুলোতে তরুণরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ওগুলো দেখলেই বোঝা যায় প্রফেশনাল মেকারদের সুচারু এডিটিং-এ পাওয়া ভালো প্রোডাকশন। ইন্ডিয়ানগুলোর মেকিং মোটামুটি ভালো এবং তরুণ-তরুণীরা ঐসব চরিত্রের মধ্যে এদেশীয় আবহ খুঁজে পায়। যে কারণে ওগুলো অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ দর্শকদের টানছে।' যে কারণে সুমনের সিডিগুলোর চাহিদার ব্যাপকতা বেশি। বাংলাদেশী পর্ণো ছবি কোথা থেকে তারা আনেন এই প্রশ্নের জবাবে ঐ ব্যক্তি জানান, কোনো ব্যবসায়ীই নিজেদের ব্যবসার দিকে তাকিয়ে এ কথা প্রকাশ করবে না। তবে সুমনের সিডি, ময়মনসিংহের ডা. মোস্তফা কামালের সিডি বিভিন্ন হাত ঘুরে তাদের হাতে পৌঁছেছে এবং এতে সুমন ও পিন্টুদের খুব বেশি আর্থিক লাভ হয়েছে সে কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

ভিসিডি ব্যবসায়ীরা কোথা থেকে সুমনের সিডিটি পেয়েছে - নির্ভরযোগ্য তেমন তথ্য যখন কেউই দিতে পারছিল না তখন অন্য সূত্রগুলোর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিল। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র এই প্রতিবেদককে বেসরকারি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির একটি সূত্রের সন্ধান দেয়। ঐ সূত্রটি একটি বিদেশী বিমান সংস্থার কথা বলে যেখানে সুমনের একজন ভিকটিম চাকরি করতেন। এদিকে সিডি থেকে কথোপকথন উদ্ধারের জন্য সিডিগুলো বার বার দেখে সেখান থেকে কথা রেখে অন্যান্য শব্দ কেটে ফেলা হয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর কম্পিউটার কৌশলী এবং অন্য একজন সাউন্ড সফটওয়্যার এক্সপার্টের সহায়তায়। ঐ সাউন্ড সফটওয়্যার এক্সপার্ট ২০০০-এর এই প্রতিবেদককে জানান, তার পরিচিত একজন প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার সিডি দেখে তার কাছে বলেছে একজন ভিকটিমকে তিনি চিনতে পেরেছেন এবং বছর দু'য়েক আগে ঐ ভিকটিমের ছোট বোনের ছবি তিনি তুলেছিলেন। ঐ সূত্রটি ধরে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হওয়া গেল এবং ভিকটিমের বাসার ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করা হলো। কিন্তু ঐ ঠিকানায় গিয়ে দেখা গেল ভিকটিম ও তার পরিবার মাস আটেক আগে উত্তরার ঐ বাসা ছেড়ে চলে গেছে। ফোন করেও ঐ

সাবেক সংসদ সদস্যের কীর্তি

এক সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত চরিত্র। নেতা নয়, তার মূলত পরিচিতি ছিল ক্যাডার হিসেবে। একবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সংসদের এমপি হোস্টেলে তার জন্য বরাদ্দকৃত একটি রুমে অনেক ইতিহাসেরও জন্ম দিয়েছেন। ঐ সব অকথিত ইতিহাসের একটি নিজেই ক্যামেরাবন্দি করেছেন। আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত এক এমপি ও পরে উপমন্ত্রী হয়েছিলেন– এমন এক ব্যক্তির শ্যালিকার সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন দৈহিক সম্পর্ক। মেয়েটি তার প্রেমে পড়েই দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল বলে জানা যায়। অনুসন্ধানে জানা যায়, মেয়েটিকে ব্যবহার করতেন বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার অবৈধ ওষুধ ও অন্যান্য সামগ্রী বাংলাদেশে চোরাচালানের কাজে। ব্যবসায় যাতে কখনো হুমকি হয়ে দেখা দিতে না পারে এ উদ্দেশ্যেই সুকৌশলে সে নিজের হাতে রেখে দিয়েছিল মেয়েটিকে জব্দ করার উপায়। ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে এমপি হোস্টেলের নিজ রুমে তাদের দু'জনার মধ্যকার সময়টুকু গোপন ক্যামেরায় ধারণ করার সময় ঐ নেতা নিজেকে সরাসরি দেখায়নি। অসাবধানতাবশতঃ একবার তার চেহারা পাশ থেকে চলমান ক্যামেরার ফিতায় বন্দী হয়ে যায়। ভিডিওটি এ বন্ধু ও বন্ধু করে সেটি ছড়িয়ে পড়ে সব মহলে।

নম্বরে কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। ঐ এলাকায় বসবাসকারী একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য বের হওয়া এক তরুণ দিলো আরো কিছু তথ্য যেগুলোর ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে আমরা খুঁজে পাই একজন ভিকটিমকে, যিনি এই প্রতিবেদকের সঙ্গে ২০০০-এ ফোন করে কথা বলতে রাজি হন।

এদিকে ভিসিডি পর্যবেক্ষণ করে পিন্টু ও সুমনের কথোপকথন থেকে দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায়। দু'টিতেই খোঁজ নেয়া হয় কিন্তু একটির রিসেপশনিস্টের খানিকটা অসংলগ্ন আচরণ প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে এই প্রতিবেদককে। ঐ প্রতিষ্ঠানটি (ক্যাপিটাল মার্কারী এপারেল) সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে আমরা পেয়ে যাই পিন্টুকে। অফিসেরই একজন কর্তাব্যক্তি যিনি পিন্টুর সঙ্গে এক সময় ঘনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু বর্তমানে ততোটা ঘনিষ্ঠ নন। তিনি 'না না' করে অনেক কথা বলে ফেললেন এই প্রতিবেদককে। আরেকদিন ফোন করে জিজ্ঞাসা করতেই পিন্টুর পুরো নাম আমরা পেয়ে যাই।

বিভিন্ন সূত্রে যখন খবর নেয়া হচ্ছিল তখন বেশকিছু উদ্ভট তথ্যও হাতে আসে। এসব উদ্ভট তথ্যের ভিড় থেকে সুমন সম্পর্কে তথা সুমনের পিতা সম্পর্কে একটি তথ্য পাওয়া যায় ঢাকার শেয়ারবাজারের এক তরুণ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। তার দেয়া তথ্য ধরে অগ্রসর হতে হতে আমরা পেয়ে যাই সুমনের পিতা সম্পর্কে বেশকিছু তথ্য।

এদিকে আরেকটি সূত্র একদিন ফোন করে জানায় সুমনের আরেকজন ভিকটিমের কথা। বহু অনুনয় বিনয়ের পর ২০০০-এর টেলিফোন নম্বর ঐ ভিকটিমকে দেয়া হলে তিনি তারই এক বন্ধুর মাধ্যমে ২০০০-এর এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হন। তবে শর্ত দেন সব কথা হবে ঐ মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে। এই ভিকটিম যেসব তথ্য দেন তার সঙ্গে সত্যতা মিলে যায় অন্যান্য সূত্র এবং আরেক ভিকটিমের কথার সঙ্গে।

ভিসিডিতে সুমনের কর্মকান্ড দেখে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে কে এই সুমন? তার সাহস কতটা যে নিজের চেহারা পর্যন্ত লুকোতে চায়নি! সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই প্রতিবেদকের অনুসন্ধান, কয়েকজন ভিকটিমের দেয়া তথ্য এবং ডিবি পুলিশের কাছে যাওয়া একটি উড়ো চিঠি থেকে সুমন, তার বন্ধু পিন্টু এবং তাদের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে নানামুখী তথ্য পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন সূত্র এবং ভিকটিমদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী সুমনের পুরো নাম ইমতিয়াজ আহমেদ সিদ্দিকী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস্ অ্যাঞ্জেলেসে বর্তমানে বসবাসকারী এই তরুণ ১৯৯৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ঢাকায় থাকাকালীন বেশ কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে প্রথমে বন্ধুত্ব ও পড়ে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। কারো কারো সঙ্গে বিয়ের ফাঁদও পাতে সে। বন্ধুত্ব গড়ে তোলা ও পরবর্তীতে মগবাজার ৩২ দিলু রোডের রিজেন্সি টাওয়ারে তার পিতা ঢাকার শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ী মোশতাক আহমেদ সিদ্দিকীর ফ্ল্যাটে নিয়ে এসে দৈহিক সম্পর্ক গোপন ক্যামেরায় ধারণ করে। এ সময় ভিডিও করার কাজে তাকে সহযোগিতা করে রফিকুল মজিদ ওরফে 'পিন্টু' এবং তাদের সার্কেলের আরেক বন্ধু শুভ্র। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঐ সময়টিতে সুমন চার-পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে যেগুলোর প্রায় সবগুলোই বর্তমানে ভিসিডির দোকানগুলোতে ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সুমন ও পিন্টু তাদের সিডিতে দু'একজন ভিকটিমের নাম পরিচয়ও প্রকাশ করে যার ফলে ঐ ভিকটিমরা সামাজিক ও পারিবারিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমেরিকায় সেটল হওয়া সুমন চলে যায়, কিন্তু এদিকে শুরু হয় তোলপাড়।

বাংলাদেশে সুমন নামে পরিচিত হলেও

শুভ্র : ক্যামেরার তার ঠিক করছে রেকর্ডিংয়ের আগে

লস অ্যাঞ্জেলেসে সে 'সায়মন' নামে পরিচিত। সে এক সময় ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ছাত্র ছিল এবং পাঁচ-ছয় বছর আগে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে আমেরিকা যায়। ঢাকার বিভিন্ন ভিকটিমকে সে একটি ই-মেইল এড্রেস দেয় (Sumonhuman@yahoo.com), যেখানে ই-মেইল করে এমন ঠিকানার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সূত্র মতে, ধর্মীয় দিক থেকে কাদিয়ানী সুমনের বাবা মোশতাক আহমেদ ঢাকার শেয়ার বাজারের একজন মেম্বার এবং মতিঝিলের আমিন কোর্ট ভবনের ২য় তলায় তার অফিস। তার টেলিফোন নম্বর-৯৫৬৯২৬৩। সুমনের বাবা মোশতাক বসবাস করেন মগবাজার সেঞ্চুরী টাওয়ারের সি-ফ্লোরের একটি ফ্ল্যাটে। তাদের বাসার টেলিফোন নম্বর ৮৩২২৯৪০। জনাব মোশতাকের বিরুদ্ধে তারই স্ত্রী বছর দু'য়েক আগে কাজের মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে রমনা থানায় মামলা ঠুকে দিয়ে পৃথকভাবে বসবাস করতে থাকেন। এই ঘটনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন আকারে এসেছিল। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে আপোস হয়ে গেলে তারা বর্তমানে একই ছাদের তলায় বসবাস করছেন।

সুমনের আরো একটি ভাই ও একটি বোন আছে। সুমনের ভাইয়ের নাম সুজন এবং তিনিও বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন। সুমনের বোন পুনমের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসকারী এক বাংলাদেশী ডাক্তারের সঙ্গে। এবং তাদের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে আগামী ১৯ ডিসেম্বর ঢাকার সেনাকুঞ্জে। একবার ওমরা হজ করে আসা সুমন তার পিতার অফিসেও মাঝে মাঝে বসতো এবং অফিসেরই একজন মহিলা কর্মচারীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল বলে একটি সূত্র জানায়।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে সুমনের মা মিসেস মোশতাক আহমেদের সঙ্গে কথা বলি। তিনি ২০০০কে তার নিজের নাম বলতে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'আমরা সুমনকে ত্যাজ্যপুত্র করেছি এবং ওর সঙ্গে আমাদের কারো যোগাযোগ নেই।' এই বলে তিনি জানতে চান 'আপনারা কেন এসব নোংরা বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন? এতে কি লাভ হবে?' তিনি বলেন, 'মাসখানেক আগে আমরা সব ব্যাপার জানতে পেরেছি। সুমনের বন্ধু পিন্টু ও শুভ্র ওকে দিয়ে এসব কাজ করিয়েছে। আপনিই বলেন কোনো মানুষ কি কোটি টাকা দিলেও এভাবে এসব করে? আর যেসব মেয়েদের সঙ্গে ওরা এসব বদমায়েশি করেছে ওরা কি ভালো? সবাই তো এটা করে, এগুলো পেপারে লিখে কি হবে? আর তাছাড়া ছেলে-মেয়ে এডাল্ট হলে কি করে না করে তার কতটুকুই বা বাবা-মা জানে? তাছাড়া এসব কাজ অনেক মেয়েই করে, নায়িকারাও করে। আপনাদের উচিত বিষয়টি ইগনোর করে যাওয়া। আর ডিবি পুলিশ আমাদের বাসায় এসেছিল। ওনাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওনারাও বলেছে কিছুই হবে না। আপনারা কেন এসব নিয়ে লিখবেন?' ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কোনো লাভ হবে না বলে মিসেস মোশতাক ফোন লাইন কেটে দেন।

পিন্টুর সন্ধানে

সুমনের করা একটি সিডিতে দেখা যায় সুমনকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে বয়সে সিনিয়র পিন্টু। মাথায় টাক, জুলফি বড় পিন্টু বেশ

ডাক্তার কাহিনী

ডা. মোস্তফা কামাল। বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগে বসেন। এক সময় বিএমএ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শাখার আওয়ামী সমর্থিত নেতা ছিলেন। ছিল তার দোর্দন্ড প্রতাপ। আওয়ামী শাসনামলকে ('৯৬-২০০১) কাজে লাগিয়েছেন নানা অপকর্মে। আর সবকিছু ছাপিয়ে মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারিতে নিজে যেমন ডুবেছেন, ডুবিয়েছেন আরো অনেককে। ঢাকার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রীকে মাইগ্রেশন করিয়ে নিয়ে যান তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেলে স্বীয় ক্ষমতার জোরে। কাজটি ছিল বেশ শক্ত, কিন্তু ডা. মোস্তফা কামালের পক্ষে তেমন শক্ত নয়। একটু দৌড়াদৌড়ি করে কাজটি করে ফেলেন তিনি বেশ কয়েক বছর আগে। এই উপকারটুকুর মাশুল গুনতে হয় মেয়েটিকে নিজের শরীর দিয়ে।

ডা. কামাল মেয়েটির সঙ্গে মিলিত হতেন তারই বন্ধু ডা. আবুল মনসুরের ময়মনসিংহ শহরের সিকে ঘোষ রোডের প্রাইভেট চেম্বারে। এখানে ডা. মোস্তফা শুধু ঐ মেয়েটিকেই নয়, নিয়ে আসতেন আরো অনেক মেয়েকেই। এতে করে ডা. মনসুরের সংসারেও সমস্যা শুরু হয়। ডা. মনসুর প্রতাপশালী ডা. কামালকে কিছু বলতেও পারছিলেন না আবার সংসারে স্ত্রীর সঙ্গেও চলছিল মনোমালিন্য। সমস্যার কথা জানানোর পরও ডা. কামাল থামেননি। একপর্যায়ে ডা. মনসুর তার নিজের গোপন ক্যামেরায় বন্দী করলেন ডা. কামাল আর ঢাকার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে মাইগ্রেশন করা ঐ মেয়েটির সঙ্গে এক দিনের কিছু ঘটনা। রুমের এক কোনায় তিনি রেখে দিয়েছিলেন ছোট্ট ক্যামেরা যাতে দেখা যায় চেম্বারের টেবিলের ওপর রয়েছে স্টেথিস্কোপ, টুপি, ডাক্তারী বই। ঘরের কোনায় ছিল রোগী দেখার লম্বা উঁচু টেবিল। প্রায় ৩০ মিনিটব্যাপী সিডিতে তাদের যৌনকর্মের দৃশ্য, ব্যক্তিগত কথোপকথন কোনো কিছুই বাদ পড়েনি। গোপন ভিডিওটি নিয়েই ডা. কামাল ও ডা. মনসুরের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়ন শুরু হয়। এক পর্যায়ে দু'জনে ব্যাপারটি নিয়ে মারমুখী অবস্থানে এসে যান। ডা. কামাল তার প্রভাব খাটিয়ে ডা. মনসুরের সঙ্গে আপোসরফায় আসেন এবং দু'জনে উপস্থিত থেকে ভিডিওটি পুড়িয়ে ফেলেন। মেয়েটি ইন্টার্নশিপ শেষ করে ঢাকায় চলে আসেন এবং স্বামী কামরুল হাসানের (বর্তমানে ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে জুতার ব্যবসায় নিয়োজিত) সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। ওদিকে প্রতিশোধ নিতে তৎপর ডা. কামাল ডা. মনসুরকে ময়মনসিংহ থেকে সিরাজগঞ্জে বদলি করান ওপর মহলে তদবির করে। এহেন অবস্থায় ডা. মনসুর ময়মনসিংহ থেকে চলে যাবার প্রাক্কালে ময়মনসিংহের বহুল আলোচিত রনকের চ্যানেলের লোকজনের হাতে তার কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে রক্ষিত ভিডিওর কপিটি দিয়ে যান। রণকের চ্যানেল ময়মনসিংহ শহরের কিছু তরুণের করা স্যাটেলাইট চ্যানেলের ব্যবসা যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ছবিও প্রদর্শিত হতো ১টি চ্যানেলে। ঐ চ্যানেলে দিনে-দুপুরে বেশ কয়েকবার প্রদর্শিত হয় ডা. কামালের ভিডিওটি। ময়মনসিংহের সবাই জেনে যায় ডা. কামালের ঐ কর্মকান্ডের কথা। এদিকে ঢাকায় ঐ মেয়েটির সঙ্গে তার স্বামীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ঐ গোপন ভিডিওটিকে কেন্দ্র করেই। ওদিকে সরকারি টিমের হয়ে আওয়ামী লীগ আমলে হজ করে আসা ডা. কামাল এখনো বহাল তবিয়তে আছেন ময়মনসিংহে।

সোৎসাহে সুমনকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ সময় সে বলতে থাকে এমন একটি কাজ করার ইচ্ছা তাদের দীর্ঘদিন থেকেই ছিল এবং তা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সফল করেছে সুমন। সুমন ও পিন্টু রিজেন্সি টাওয়ারের পঞ্চম তলার ফ্ল্যাটটিতে যে রুমে বসে কথা বলে, সেখানে দেয়ালের সঙ্গে সাঁটানো একটি কাঠের দেরাজে ক্যামেরা লুকিয়ে রাখা ছিল এবং রুমে রাখা টিভি দিয়ে তারা ক্যামেরা পরখ করে নেয় যাতে পুরো বিছানা ক্যামেরায় বন্দী হয়। একই সময়ে পার্শ্ববর্তী একটি রুমে থেকে রেকর্ড করতে ক্যামেরা থেকে তারের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে এবং ঐ সংযোগ স্থাপনে তাদের সহযোগিতা করে তাদেরই বন্ধু পঁয়ত্রিশোর্ধ্ব শুভ্র, যার ছবিও সিডিতে পাওয়া গেছে।

পিন্টুর ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তার পুরো নাম রফিকুল মজিদ। তার দেশের বাড়ি খুলনায়। সে গুলশান ২ নং গোল চক্করে অবস্থিত ল্যান্ড ভিউ সেন্টারের ৯ম তলায় ক্যাপিটাল মার্কারী এপারেলে-এ বর্তমানে চাকরিরত। নিজের চেহারা গোপন করতে বর্তমানে দাঁড়িও রেখেছে। সে ক্যাপিটাল মার্কারী প্রতিষ্ঠানটির ইমপোর্ট সেকশন ও শিপিং সংক্রান্ত বিষয় তদারক করে। পিন্টুর স্ত্রীর দেশের বাড়ি ময়মনসিংহ এবং তাদের দুই ছেলে। পিন্টু বর্তমানে মিরপুরের শ্যাওড়াপাড়ায় থাকে বলে জানা গেলেও তার বাসার টেলিফোন- ৮০১১৩০৬— এটিতে হোল্ডিং নম্বর দেয়া হয়েছে— মোমেনা মজিদ, ১৫১/১ এ জোনাকী রোড, আহমেদনগর, মিরপুর-১।

পিন্টুর অফিস ও বাসায় বার বার ফোন করলেও সে এড়িয়ে যায় এবং কথা বলতে চায়নি। পিন্টুর স্ত্রী এই প্রতিবেদককে গালি দিয়ে একবার বলেই ফেলে '... এর বাচ্চা ফোন করে বিরক্ত করবি না।'

ওদিকে পিন্টুর অফিস তথা ক্যাপিটাল মার্কারির একটি সূত্র জানায়, এ অফিসের বিবাহিত-অবিবাহিত মহিলা কর্মচারীরা অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এবং আরো কয়েকজন চাকরি ছেড়ে দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু অফিসিয়ালি পিন্টুর বিরুদ্ধে ক্যাপিটাল মার্কারি কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলেও জানা গেছে। পিন্টু দাড়ি রেখে পাল্টে ফেলেছেন নিজের চেহারা। বাসায় বারবার ফোন করলেও ফোন রিসিভ করেননি পিন্টু।

এদের ধরিয়ে দিন

শুধু এই ঘটনাগুলোই নয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে এমন ঘটনা ইদানীংকালে আরো ঘটেছে। একই রকম ঘটনায় ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষিকা বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছেন। এ রিপোর্ট যখন বাজারে তখন সুমনের অনেক ভিকটিমও দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গেছেন। সিডি বাজারে অনুসন্ধানে দেখা গেছে বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা মহিলা অভিনেত্রী/শিল্পীর গোপন ভিডিও অতিসত্বর বাজারে আসছে।

মানুষের অত্যন্ত গোপনীয় জীবন পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এমনিতে বিভিন্ন অঙ্গনের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বরা চলমান জীবনে রাস্তাঘাটে নানা রকম বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়ে থাকেন। তাদের দিকে মানুষ তাকায়— কখনো উত্ত্যক্ত করে আবার কখনো উৎপাদন করে চরম বিরক্তি। জন্ম দেয় বিব্রতকর অভিজ্ঞতার।

'এক শ্রেণীর লোক তথা ব্যবসায়ী এই বিষয়গুলোকে পণ্যে রূপান্তরিত করতে চাইবে, ব্যবসা করতে চাইবে'

অধ্যাপক এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষের অত্যন্ত গোপনীয় ও সংবেদনশীল মিলনের মুহূর্ত গোপন ক্যামেরায় ধারণ করে বাজারে ছেড়ে দেয়ার সামাজিক পরিণাম কি? এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব কেমন আর সমাজ জীবনকে বিষয়টি কতটা জটিল করে তুলবে এসব সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষন করেছেন অধ্যাপক মাহবুব সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে। তাঁর মতে বিবাহ-পূর্ব, কিংবা বিবাহ-পরবর্তী অনৈতিক/অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক আমাদের সমাজে নতুন নয়। যৌনতার এই দিকগুলো সমাজের আপার ক্লাস ও লোয়ার ক্লাসে অনেক লিবারাল (স্বাধীন)। মধ্যবিত্ত শ্রেণীটাই যতো রেসট্রিকশন বজায় রাখে। তবে এখন আপার মিডল্ ক্লাস অংশটি সমাজের আপার ক্লাসের সঙ্গে আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় নেমে যাওয়ায় এসব ঘটনার ব্যাপ্তি বেড়ে যাচ্ছে। পত্রিকা খুললে দেখা যাবে, ভালো ভালো চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েদের এনকারেজ করে কথা বলা হচ্ছে। তাই লেবার মার্কেটের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। এসব মেয়েদের সোশাল ব্যাকগ্রাউন্ড তথা অনেকেই বিবাহিত নয়, কিংবা স্বামী পরিত্যক্ত— তারা আপার ক্লাসের ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তারা আসলে সফ্‌ট স্পোকেন, সফিসটিকেটেড বিদেশে সেটল্‌ড ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয় আর ওরা এই সুযোগটা চট্ করে কাজে লাগায়। মিডল ক্লাসের ছেলেমেয়েরা অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক করার স্কোপ কম পায়, ফলে ওখানে ছেলেদের ক্যামেরা ফিট করে এসব করার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। এর থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, এক শ্রেণীর লোক তথা ব্যবসায়ী এই বিষয়গুলোকে পণ্যে রূপান্তরিত করতে চাইবে, ব্যবসা করতে চাইবে। মডেলরা এখন হাইলি পেইড হলে নেমে যেতে পারে একাজে। দেশের আইনে পর্নোগ্রাফি লিগ্যাল না হলেও এসব কাজ পুলিশ বন্ধ করতে পারবে না। প্রথমত, এর চাহিদা খুবই বেশি হওয়ায় বিক্রেতা ও ক্রেতা দু'পক্ষই উন্মুখ। পুলিশ বড়জোর দু'একটা ঘটনার ভেতরে গিয়ে পয়সা-কড়ি খেয়ে চুপ হয়ে যাবে। আর সামাজিক ভাবে প্রেমের ক্ষেত্রে কিছুটা অবিশ্বাসের জন্ম তো দেবেই।

বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সুমন

আর উঁচু শ্রেণীর মহিলারা যারা এভাবে ফাঁদে পড়ে গেছেন কিংবা যাবেন তারা রাস্তাঘাটে কি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। সুমনের দু'জন ভিকটিম সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে আলাপকালে তাদের ব্যক্তিগত বিব্রতকর অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেন যা সত্যিই মর্মন্তুদ। একজন মহিলার প্রতি রাস্তাঘাটে মানুষজন বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, ফিসফাস করছে এটা ঐ মহিলার নিজের মতো করে চলার, নিজের মতো করে বাঁচার পথে কত বড় বিঘ্ন তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ইংরেজি 'প্রাইভেট' বা ' প্রাইভেসি' কথাটির প্রকৃত বাংলা প্রতিশব্দ নেই। এই প্রাইভেসি যে কোনো সভ্য সমাজের নাগরিকের জন্যে মৌলিক অধিকারের শামিল। এ ধরনের ভিডিও'র মাধ্যমে কোনো একজনের প্রাইভেসি লঙ্ঘন তার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেবার সমার্থক।

ওদিকে এসব গোপন ভিডিওগুলো আমরাই দেখছি। তরুণ-কিশোর আবাল-বৃদ্ধরাও দেখছে। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করছে। অনেকেই মেয়েগুলোকে 'ছিঃ ছিঃ' করছে। পুরুষদের কিন্তু কোনো ক্ষতিই হচ্ছে না। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সুমন আমেরিকায় 'গ্রিন কার্ড হোল্ডার' এবং দেশে ব্যাপক আলোচনার খবর তার কাছে পৌঁছেছে। সে কোনোদিন এদেশে ফিরে আসবে কি না সন্দেহ। সুমনদের সম্পর্কে অনেকেই বলছে তারা উচিত কাজই করেছে। আমাদের এই সমাজে এসব অপরাধ উচিত কাজ। আমরা এমনই এক বিকৃত রুচির এবং দ্বৈত মূল্যবোধের সমাজের বাসিন্দা যেখানে আমরা একদিকে গোপন ভিডিও দেখি, নায়কদের বাহবা দেই। আর নায়িকাদের যারা বিবৃত রুচির শিকার তাদের ব্যক্তিগত জীবন ধ্বংস হওয়ায় সহানুভূতির বদলে ধিক্কার দেই। আমরা প্রকৃতপক্ষে একটা বদ্ধ সমাজের বাসিন্দা। চেপে রাখা অনেক বাসনা নিয়ে আমরা প্রতিদিন দেখে চলছি এসব অশ্লীল ছবি। ব্যবসায়ীরা বাজারে ছাড়ে কারণ আমাদের কাছেই এগুলোর চাহিদা আছে। এটা একটা দুর্ভেদ্য চক্রের মতো।

আইনত, সুমন অনেকগুলো অপরাধে অপরাধী। তার বিরুদ্ধে চার-পাঁচটি যৌন হয়রানির ঘটনায় মামলা হলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ মোতাবেক কমপক্ষে (পৃথক মামলায়) ৪০ বছরের জেল ও তার বাইরে জরিমানা হওয়ার কথা। কিন্তু কার্যত কোনো উদ্যোগই নেয়া হয়নি সুমন-পিন্টু-শুভ্রদের ধরার জন্য। প্রশ্ন উঠেছে, এরা কেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে?

সুমন দেশের বাইরে চলে গেছে এ অজুহাত দেখিয়ে কোনো উদ্যোগ না নেয়াও অপরাধ। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তাদেরকে ঘৃণা করার পাশাপাশি তাদের শাস্তি দেবার জন্য সবাইকেই সোচ্চার হতে হবে। আপনি দেশে বিদেশে যেখানেই থাকুন না কেন এই সব ঘৃন্য অপরাধী সুমন-পিন্টুদের ধরিয়ে দেয়াটা আপনার সামাজিক দায়িত্ব। সাপ্তাহিক ২০০০ মনে করে একজন সচেতন মানুষ হিসেবে আপনার আমার সবারই সেই দায়িত্বটি পালন করা উচিত। না হলে আমরা নাগরিক তো নয়ই মানুষ হিসেবে পরিচয় দেবার যোগ্যতাও হারাবো।

সুমন বা সুমনের মতো অপরাধী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য

অ্যাডভোকেট এলিনা খান

সুমন যা করেছে তা কি শাস্তিযোগ্য নয়? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে অ্যাডভোকেট এলিনা খান সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন তিনি একজন সাংবাদিকের মাধ্যমে পুরো বিষয়টি জেনেছেন এবং তার মতে সুমনের এসব কর্মকান্ড বেআইনি ও অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। তাঁর মতে, সহজ সরল ভাব নিয়ে সুমন মেয়েগুলোর সঙ্গে প্রতারণা করেছে এবং কাউকে কাউকে বিয়ের ফাঁদে ফেলে কাজটি করেছে। মেয়েদের অনেকে তাকে স্বামী হিসেবে নিয়ে দৈহিকভাবে মিলিত হয়। মেয়েদের অজ্ঞাতে যে গোপন ভিডিও তোলা হয়েছে এবং বাজারে দেয়া হয়েছে এটাও এক ধরনের যৌন নিপীড়ন এবং পেনালকোড, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য আপরাধ। মেয়েগুলোর যে প্রাইভেসির হ্যাম্পার হয়েছে তাও শাস্তিযোগ্য।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ১০ নম্বর ধারা এ প্রসঙ্গে এলিনা খান উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে–

১০ যৌন পীড়ন ইত্যাদির শাস্তি– (১) কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন বা তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক দশ বছর কিংবা অন্যূন তিন বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করিলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করিলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন হয়রানি এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক সাত বছর কিংবা অন্যূন দুই বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

এলিনা খান বলেন, সুমন বা সুমনের মতো অপরাধী দন্ডবিধির ১২০ ধারা মতেও শাস্তিযোগ্য অপরাধী হতে পারে। তাছাড়া দন্ডবিধির ২৯৪ ধারা মতে অশ্লীল কাজ বই, গান সংক্রান্ত ধারায়ও তার অপরাধ প্রমাণ করা সম্ভব।

নানা ভঙ্গিমায় পিন্টু